দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 10 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন-ভাতায় বৈষম্য

এ দেশের প্রায় ৯৮ ভাগ শিক্ষা কার্যক্রম বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। অথচ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর শিক্ষক সমাজ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। বিভিন্ন স্তরে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যেও রয়েছে বৈষম্য। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকের নতুন বেতন স্কেল ঘোষণা করা হলেও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকের কোনো আলাদা বেতন স্কেল নেই। একজন সরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষকের বেতন-ভাতা আর একজন অনুরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন/পদমর্যাদার বেসরকারী শিক্ষকের বেতন-ভাতারও সুযোগ সুবিধার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। বৈষম্যগুলো নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ

১। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকের জন্য কোনো বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট নেই, এমনকি সারাজীবনে একটা টাইম স্কেলের ব্যবস্থাও নেই, অথচ সরকারী শিক্ষকদের জন্য উভয় সুবিধাই বিদ্যমান।

২। বাড়ি ভাড়ার দিক থেকে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের প্রাপ্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

৩। একই সঙ্গে চাকরিতে যোগদান করা সত্ত্বেও দু'জনের মোট প্রাপ্ত টাকার ব্যবধান অনেক বেশি।

৪। সরকারীদের জন্য টিফিন-ভাতা থাকলেও বেসরকারীদের কোন টিফিন-ভাতা নেই।

৫। বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট না থাকায় স্থির বেসিকের ২৫ ভাগের সমপরিমাণ যে অর্থ উৎসব-ভাতা হিসেবে দেয়া হয় তা একই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সরকারী শিক্ষকের তুলনায় কয়েকগুণ কম।

উচ্চ বিদ্যালয়/মাদ্রাসা ঃ

১। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর সরকারী প্রধান শিক্ষকের কোনো আলাদা বেতন স্কেল নেই। ৮ বছর শিক্ষকতার পর অন্য সহকারী শিক্ষক যেভাবে একটি টাইম স্কেল পেয়ে থাকেন সহকারী প্রধান শিক্ষকও তা-ই পেয়ে থাকেন।

২। সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট থাকলেও বেসরকারী শিক্ষকদের কোনো বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা নেই। সারাজীবনে একটি মাত্র টাইম স্কেল ও ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা থাকলেও ইনক্রিমেন্টটি বর্তমান স্কেলের সঙ্গে সমন্বিত নয়। পিয়ন থেকে অধ্যক্ষ পর্যন্ত সারাজীবন নির্ধারিত মাসিক ১০০ টাকা হিসেবে বাড়ি ভাড়া দেয়া হচ্ছে, যা দিয়ে বাড়ি তো দূরের কথা বাড়ির কোনো বারান্দাও ভাড়া করা সম্ভব নয়। অথচ একজন সরকারী শিক্ষক বাড়ি ভাড়া পাচ্ছেন এর অনেক গুণ বেশি।

৩। সরকারী শিক্ষকদের চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা দেয়া হলেও বেসরকারী শিক্ষকদের দেয়া হচ্ছে মাত্র ১৫০ টাকা, যা দিয়ে চিকিৎসা তো সম্ভব নয়ই, চিকিৎসকদের চেহারা দেখাও সম্ভব নয়।

৪। সরকারী শিক্ষকদের ন্যায় বেসরকারী শিক্ষকদের টিফিন-ভাতা নেই। সর্বোপরি একই সময়ে একই স্কেলে যোগদান করে কয়েক বছর চাকরি করার পর দেখা যায় একজন সরকারী শিক্ষক একজন বেসরকারী শিক্ষকের চেয়ে ৩-৪ গুণ বেশি বেতন-ভাতা মিলিয়ে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন।

৫। উৎসব ভাতা সরকারী শিক্ষকদের জন্য মূল বেতনের সমপরিমাণ হলেও বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য মাত্র মূল বেতনের ২৫ ভাগ, কর্মচারীদের ৫০ ভাগ। এতে নিম্ন স্কেলভুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের জুনিয়র শিক্ষকরা কর্মচারীদের চেয়ে কম উৎসব ভাতা পেয়ে থাকেন।

কলেজ/মাদ্রাসা ঃ

১। একই সঙ্গে যোগদান করে সরকারী কলেজের একজন শিক্ষক ৫ বছর পর প্রমোশন পেয়ে সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন যেখানে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ বছর। এও আবার তথাকথিত ম্যানেজিং কমিটির পছন্দের ভিত্তিতে। একই সঙ্গে কয়েকজন শিক্ষক প্রমোশনের জন্য ম্যাচিউরড হলেও একটি কালো আইনের সুযোগ ম্যানেজিং কমিটির পছন্দের ভিত্তিতে ডিগ্রি কলেজে ৫ ভাগের ২ ভাগ এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে ৩ ভাগের ১ ভাগ প্রমোশন পেয়ে সহকারী অধ্যাপক হয়ে থাকেন। বাকিরা সারাজীবন প্রারম্ভিক স্কেলে স্বল্প বেতনে চাকরি করতে বাধ্য হন।

২। সরকারী কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক বেসরকারী কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপকের চেয়ে অনেক বেশি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। যে ব্যবধানটা সময় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই থাকবে।

৩। একজন বেসরকারী প্রভাষক আগে ২ বছর চাকরি করার পর ৭৪০০ টাকার স্কেলে বেতন পেতেন; যা বর্তমানে স্থগিত অবস্থায় আছে।

৪। বেসরকারী কলেজ/মাদ্রাসায় ৮ বছর চাকরি করার পর অনুপাত বিধির কারণে সহকারী অধ্যাপক না হতে পারলে ৯০০০ স্কেলে বেতন-ভাতা দেয়া হতো। চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসে অন্যায়ভাবে তাও বন্ধ করে দেয়। বর্তমানেও তা স্থগিত রয়েছে।

৫। উপরোল্লিখিত স্কেল দুটি স্থগিত রাখার কারণে এবং অনুপাত বিধির ফলে প্রমোশন না পেলে সারাজীবন ৬৮০০ টাকার স্কেলে চাকরি করার নির্মমতা পোহাতে হবে।

৬। বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি– কোনাটাই সর্বশেষ ঘোষিত পে-স্কেলের মূল বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়নি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষত সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে এই ফারাক দুর্ভাগ্যজনক। এর অবসান আশু কাম্য। এদিকে সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

অধ্যাপক আজিজুর রহমান আযম
ঢাকা।